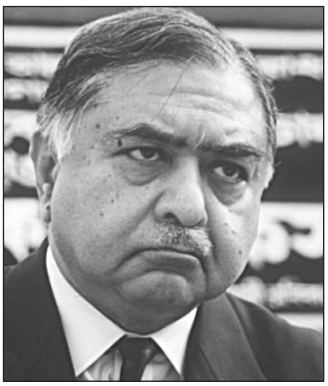

আওয়ামী লীগের মহাজোট KZ `‡i

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

আওয়ামী লীগের সমাবেশে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর দেশের চলমান রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণ শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ গত দুই বছর ধরে সরকার পতনের লক্ষ্যে সরকার বিরোধী একটি জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে। এ জোট গঠনের প্রক্রিয়া তখন নানা প্রশ্নে থমকে যায়। আওয়ামী লীগকে একাই সরকার বিরোধী বিচ্ছিন্ন আন্দোলন করতে হয়। আওয়ামী লীগের সমাবেশে বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলার পর রাজনীতির দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে থাকে। রাজনীতিতে শুরু হয় নানা হিসাব। সমমনা দলগুলো আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সরকার পতনের লক্ষ্যে ১১ দল এখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুগপৎ কর্মসূচি নিয়ে নেমেছে। সঙ্গে রয়েছে জাসদ (ইনু), ন্যাপ (মোজাফফর)। আওয়ামী লীগ এই যুগপৎ আন্দোলনে বিকল্প ধারাকে নিয়ে আসতে চায়। তারা এখন কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক লীগ নিয়েও আশাবাদী।

e`i“‡ÏvRv †PŠaix

Kv‡`i wmwÏKx

আওয়ামী লীগের একটি সূত্র জানিয়েছে, শেখ হাসিনা প্রাথমিক পর্যায়ে কাদের সিদ্দিকী ও বদরুদ্দোজাকে জোটে শরিক না করার পক্ষে ছিলেন। বর্তমানে দলীয় নেত্রীর মনোভাব পাল্টেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আশা করছেন, যুগপৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই শিঘ্রই একটি মহাজোট গঠন করা সম্ভব হবে। আওয়ামী লীগ এখন এক সঙ্গে আন্দোলন, এক সঙ্গে নির্বাচন, সরকার গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আওয়ামী লীগের এই ফর্মুলার সঙ্গে বামপন্থিরা একমত নয়। তারা মনে করছে গতানুগতিক ধারায় সরকার গঠন করলে দেশের তেমন লাভ হয় না। বর্তমানে যে অর্থ ও পেশিশক্তির নির্বাচন চলছে, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ছেড়ে দেয়া আসনে তারা বিজয়ী হয়ে আসার ব্যাপারেও সন্দিহান। আওয়ামী লীগের সূত্র জানিয়েছে, গতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গড়ে তোলা নিয়ে আওয়ামী লীগের ওপর দেশের ভেতরের ও বাইরের চাপ রয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এখন একমত বৃহত্তর ঐক্য ছাড়া সরকারের পতন সম্ভব নয়। এদিকে চারদলীয় ঐক্য জোট আওয়ামী লীগের ঐক্য প্রচেষ্টা থেকে নিজেদের মধ্যে আরো ঐক্য সুসংহত করার চেষ্টা করছে। শুরু হয়েছে আরো ইসলামপন্থি দলগুলোকে জোটে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া। বিএনপি এখন এরশাদকেও জোটে নিয়ে আসতে চায়।

আওয়ামী লীগ মহাজোট গড়তে চায়

জাতীয় সংসদের ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ বেশ সংকটের মধ্যে পড়ে। পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার পর নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়। সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ২০02 সালের ডিসেম্বর মাসে সম্মেলনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসা হয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন আব্দুল জলিল। তিনি তখন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছিলেন, নতুন নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে নিয়ে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। কার্যত সে ঐক্য গড়ে ওঠেনি। জাসদের (ইনু) ছাড়া কোনো দলই আওয়ামী লীগের সঙ্গে তখন ঐক্য গড়তে রাজি হয়নি। সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়। নানা উপদলীয় কোন্দলে আওয়ামী লীগের মধ্যেই সৃষ্টি হয় মেরুকরণ। সিনিয়র নেতৃত্বের একটি অংশ

'আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন, ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে। আমি মনে করি সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি এই ঐক্য প্রক্রিয়ায় চলে আসবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগামীতে একটি বৃহত্তর জোট গড়া সম্ভব হবে'

তোফায়েল আহমেদ *প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ*

প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিতেও ব্যর্থ হন। ফলে চলতে থাকে ঢিলেঢালা কিছু হরতালের কর্মসূচি। তবে ৩০ এপ্রিল সরকার পতনের ডেডলাইন দিয়ে আব্দুল জলিল চমকে দেন নেতাকর্মীদের। সারা দেশে তার বক্তব্য নিয়ে আন্দোলন নয়, আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ডেডলাইন ব্যর্থ হওয়ার পর সাংগঠনিক কার্যক্রমে নেমে আসে আরো স্থবিরতা। হতাশ হয় দলীয় নেতাকর্মীরা। বাড়ে আরো গ্রুপিং।

আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর দ্রুত পাল্টাতে থাকে দৃশ্যপট। বিরোধীদলীয় নেত্রীর ওপর হামলা বিরোধী আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ রূপ নিতে থাকে। গ্রেনেড হামলার পর শেখ হাসিনার বাসভবনে তাকে দেখতে গিয়ে ১১ দল ও জাসদ নেতৃবৃন্দ তৎক্ষণিক প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পরে ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদ ২৮ আগস্ট ঐক্যবদ্ধ হরতাল কর্মসূচি পালন করে। যুগপৎ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নিয়ে ১১ দলের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিরোধ। খালেকুজ্জামানের বাসদ ও কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ, বিএনপির বাইরে থেকে তৃতীয় ধারায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়। ১১ দলের সভায় তারা এ বক্তব্য তুলে ধরে। অপর দিকে ড. কামাল হোসেন চান আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১১ দলসহ বিকল্প ধারা, কৃষক শ্রমিক লীগকে নিয়ে আসতে।

১১ দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ১১ দলের নিজস্ব ৯ দফার কর্মসূচি রয়েছে। ১১ দলের প্রথম দফায় রয়েছে সকল বোমা গ্রেনেড হামলা, হুমকিদাতাদের গ্রেপ্তার ও বিচার। বাংলা ভাই ও তার বাহিনীকে গ্রেপ্তার। সরকার ও প্রশাসন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের অপসারণ। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার। রাষ্ট্র ও প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাদের সর্বশেষ দাবি জোট সরকারকে অপসারণ। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জামায়াতসহ সাম্প্রদায়িক ও অপরাপর শক্তির অশুভ আঁতাত ধ্বংস করা। কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব রয়েছে ছয় দফা। তবে এই ছয় দফায় সরকার পতনের দাবি রয়েছে। বামদল জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে তারা এখনই চূড়ান্ত ঐক্যে যেতে চায় না। তাদের সঙ্গে সভাগুলোতে আওয়ামী লীগের ফর্মুলা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। সরকার পতন হলে কিভাবে নির্বাচন হবে। আওয়ামী লীগ কত সিট ছাড়বে। সরকারের রূপরেখা কেমন হবে। এসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছালেই জোট গড়ে উঠতে পারে। তবে আওয়ামী লীগ সূত্র জানায়, তারা নির্বাচনে একশ' সিট ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ ঐক্য প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, 'জোট সরকার দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাঁচাতে হলে এ সরকারের পতন ঘটাতে হবে। এর জন্য আজ সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য প্রয়োজন। ইতিমধ্যে যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন, ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে। আমি মনে করি সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি এই ঐক্য প্রক্রিয়ায় চলে আসবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগামীতে একটি বৃহত্তর জোট গড়া সম্ভব হবে।' আওয়ামী লীগ নিজস্ব শক্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পেরে জোট গঠন করতে যাচ্ছে কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ রাজপথের পরীক্ষিত দল। দলের অফুরন্ত সাংগঠনিক শক্তি। তবে জোট সরকার আওয়ামী লীগের ওপর গত তিন বছরে অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশও করতে দেয়নি। এই অগণতান্ত্রিক সরকারকে ঐক্যবদ্ধভাবে পতন ঘটাতে হবে।' আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ২০০০কে বলেন, 'জোট সরকারের মদদে দেশের সর্বত্র চলছে স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিপন্ন। এ অবস্থায় আজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশকে আজ বাঁচাতে হবে। ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা করে তারা শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছে। হত্যা করতে চেয়েছে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে। এজন্য স্বাধীনতা বিরোধী এ সরকারের পতনের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, 'আজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য প্রয়োজন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এ ঐক্যের দাঁড় খোলা রেখেছে।'

কার্যত দেশে বর্তমানে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে বাম প্রগতিশীল দলগুলো শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা মনে করছে দেশ বাঁচাতে হলে ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী শক্তিকে ঠেকাতে হবে। এ কারণেই তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে অতীতের বিভেদ ভুলে ঐক্যের কাতারে এসেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বর্তমান প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেশে এখন ভয়ঙ্কর বিপদ চলছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র গোষ্ঠী তাদের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে। সরকারের ভেতরে তারা অবস্থান নিচ্ছে। দেশের ভেতরে ও বাইরে তারা অস্ত্র ভান্ডার গড়ে তুলেছে। আমেরিকা তো এখন জামায়াতে ইসলামীকেও গণতান্ত্রিক দল বলছে। তারা '৭১ সালে জামায়াতকে কোলে

'দেশের জনগণের জীবন শুধু নয়, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র সব কিছুই বিপন্ন। আশু এ বিপদ থেকে রক্ষার জন্য একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও বিএনপি-জামায়াত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য এক দফার প্রয়োজন। কিন্তু এই এক দফাই যথেষ্ট নয়'

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম *mvaviY m¤úv`K, wmwcwe*

তুলে নিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'দেশের জনগণের জীবন শুধু নয়, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র সব কিছুই বিপন্ন। আশু এ বিপদ থেকে রক্ষার জন্য একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও বিএনপি-জামায়াত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য এক দফার প্রয়োজন। কিন্তু এই এক দফাই যথেষ্ট নয়।' ঐক্য প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেশের সামনে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী শক্তির যে ভয়াবহতা তাকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পেশাজীবী শক্তিগুলোর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সকলে মিলেই এ সরকার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে গণজাগরণ গড়ে তুলতে হবে। জনমানসে এই ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি হলেই সকলে আন্দোলনের বিষয়ে আস্থাশীল হয়ে উঠবে।'

আওয়ামী লীগ যুগপৎ আন্দোলনে এরশাদের জাতীয় পার্টিকে নিয়ে আসতে চায়। শেখ হাসিনার সঙ্গে গ্রেনেড হামলার পর এরশাদ দেখা করতে গেলে, শেখ হাসিনাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিলেন বলে সূত্র জানায়। সরকারের মহল থেকে এ সংবাদটি পেয়েই তৎপরতা বাড়ানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মামলার ভয় দেখানো হয়। এখন এরশাদের সুর বেশ পাল্টে গেছে। এরশাদ নিজেই একা চলতে চায়। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, 'দেশে এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ২১ আগস্ট ঘটনা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন।' সরকার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'এ মুহূর্তে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় পার্টি যোগ দেবে না। আমরা নিজের দলকে গোছাতে চাই। এজন্য একলা চল নীতি নিয়েছি। ভবিষ্যতে কি হবে তা এখনই বলা মুশকিল।' তবে জাতীয় পার্টির জি. এম. কাদের নেতৃত্বের অংশটি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আন্দোলন করতে চায়।

'দেশের সামনে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী শক্তির যে ভয়াবহতা তাকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পেশাজীবী শক্তিগুলোর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সকলে মিলেই এ সরকার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে গণজাগরণ গড়ে তুলতে হবে' **রাশেদ খান মেনন** *mfvcwZ, IqvKvm cwU*

আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এখন ড. কামাল হোসেন বেশ সক্রিয় বলে জানা গেছে। তিনি বিকল্প ধারাকে এই ঐক্য প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে চান। বিকল্প ধারা আন্দোলনে এলে বাম দলগুলোর তেমন আপত্তি নেই বলেই জানা গেছে। তবে বামদলগুলো বিকল্প ধারার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চায়। এজন্য ধীরে চলো নীতি তারা নিয়েছে। জানা গেছে, বিকল্পধারাও আওয়ামী লীগের সাথে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে আসতে চায়। তবে ড. কামাল হোসেন আগামীতে একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে চান। তবে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের দ্বিমত রয়েছে। এখনই জাতীয় সরকার নিয়ে আওয়ামী লীগ আলোচনায় বসতে নারাজ। তবে আওয়ামী লীগ এখন চায় কাদের সিদ্দিকী জোটে আসুক। কাদের সিদ্দিকীর ব্যাপারে শেখ হাসিনার এখন আর আপত্তি নেই। তবে কাদের সিদ্দিকী এখনই আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে আসতে চায় না বলে সূত্র জানিয়েছে।

মহাজোট কতদূরে

আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য সরকার বিরোধী একটি মহাজোট গড়ে তোলা। যে জোট তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ সরকারের পতন ঘটাবে। আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেবে। এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক দলের ঐক্য নয়, ছাত্র, পেশাজীবী সংগঠনেরও ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এ প্রক্রিয়া কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য মহাজোট গঠন এখন অনেক দূরে। কারণ অনেক হিসেব নিকেষ রয়েছে জোট গঠনে। বিএনপি, সমমনা দলগুলো যেভাবে দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বেশ কষ্টসাধ্য। অতীতে জোট গঠন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়েছে। ক্ষমতায় গিয়ে জোটের শরিকদের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। ফলে সবাই চায় চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ। প্রাপ্তিও নিশ্চিত করতে চায়। জোট গঠনে আশাবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল। তিনি ২০০০কে বলেন, 'সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ইতিমধ্যে যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আগামীতে আমরা এগিয়ে যাবো চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে।'

জোট সরকারের নানামুখী ব্যর্থতায় জনগণ অতিষ্ঠ। তারা শুধু আওয়ামী লীগের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। এ কারণে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোট এখন সময়ের দাবি। জোট গঠনের দ্রুততার ওপর আন্দোলনের গতি নির্ভর করছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে।

'এ মুহূর্তে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় পার্টি যোগ দেবে না। আমরা নিজের দলকে গোছাতে চাই। এজন্য একলা চল নীতি নিয়েছি। ভবিষ্যতে কি হবে তা এখনই বলা মুশকিল' **হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ** *†Pqvig¨vb, RvZxq cwU*

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪